

পানি জমে থাকার কোনো চান্নাই নেই

দেশের গভীরতম আরএফএল কিচেন সিংকে কাজ করুন স্বাচ্ছন্দে।

RFL Kitchen Sink

Shop ↗

Menu

কলহনের রাজতরঙ্গিনী

24/02/2022 by আধুনিক ইতিহাস



কলহনের ঐতিহাসিক গ্রন্থ রাজতরঙ্গিনী সম্পর্কে আলোকপাত করা হল। কলহনের রাজতরঙ্গিনী ঐতিহাসিক গ্রন্থটি আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থের রচনাকাল, গ্রন্থের রচয়িতা ও গ্রন্থে উল্লিখিত রাজাদের নাম, ইতিহাস রচনা বিষয়ে কলহনের পরামর্শ প্রভৃতি দিক সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ কলহনের রাজতরঙ্গিনী আলোচনার পূর্বে কলহনের পরিচয় ও এই গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে আলোকপাত করা হল। যেহেতু কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থটি ঐতিহাসিক বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত, সেহেতু এটি একটি ঐতিহাসিক কাব্য। এই ঐতিহাসিক কাব্যের বিষয়বস্তু কাশ্মীরের ইতিহাস।

Table of Contents



কলহনের রাজতরঙ্গিনী

কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের মূল বিষয়গুলি –

রচয়িতা	কলহন
রচনাকাল	১১৪৮ – ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দ
কাব্যের প্রকার	ঐতিহাসিক কাব্য
বিষয়বস্তু	কাশ্মীরের ইতিহাস

কলহনের রাজতরঙ্গিনী

ঐতিহাসিক গ্রন্থ কলহনের রাজতরঙ্গিনী কথার অর্থ “রাজাদের নদী”। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় উপমহাদেশের, বিশেষ করে কাশ্মীরের রাজাদের একটি হৃন্দময় ক্রি়বদন্তি এবং ঐতিহাসিক উপাদান।



কলহনের রাজতরঙ্গিনীর রচনাকাল

১১৪৮ – ১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ কলহন রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থটি রচনা করেন।

রাজতরঙ্গিনীর রচয়িতা

রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থটি রচনা করেন কলহন। তিনি কাশ্মীরের রাজা জয়সিংহের সভাকবি ছিলেন বলে জানা যায়। কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থটি থেকে লেখক কলহন সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর পিতা চম্পক কাশ্মীরের রাজা হর্ষের রাজসভায় মন্ত্রী (Lord of the Gate) ছিলেন।

ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ কলহনের রাজতরঙ্গিনী

কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন। রচনাটিতে ৭৮২৬টি শ্লোক রয়েছে, যেগুলোকে তরঙ্গ নামে আটটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

ইতিহাস রচনা বিষয়ে কলহনের পরামর্শ

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর প্রথম তরঙ্গে কলহন পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক বইগুলির প্রতি তার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ইতিহাস কীভাবে লেখা উচিত সে সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেছেন।

(ক) শ্লোক ৭ – ন্যায্যতা

সেই মহৎ মনের লেখক একাই প্রশংসার যোগ্য, যার কথা একজন বিচারকের মতো, অতীতের ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভালবাসা বা ঘৃণা থেকে মুক্ত রাখে।

(খ) শ্লোক ১১ – পূর্ববর্তী লেখকদের উদ্ধৃত করুন

কাশ্মীরের রাজকীয় ঘটনাবলি সম্বলিত প্রাচীনতম বিস্তৃত রচনাগুলি সুব্রতের আবির্ভাব বা রচনার ফলস্বরূপ খণ্ডিত হয়ে গেছে। তারা সেগুলিকে একীভূত করেছিল যাতে (তাদের উপাদান) সহজেই মনে রাখা যায়।

(গ) শ্লোক ১২

সুব্রতের কবিতা খ্যাতি লাভ করলেও বিষয়বস্তুর প্রকাশে তেমন দক্ষতা দেখা যায় না, কারণ এটি ভুল শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

(ঘ) শ্লোক ১৩

একজন কবির কাজ হলেও যত্নের নির্দিষ্ট অভাবের কারণে ক্ষেমেন্দ্রের “রাজাদের তালিকা”-এর একটি অংশও ভুল থেকে মুক্ত নয়।

(ঙ) শ্লোক ১৫

পুরাণ সম্বলিত ঋষি নীলার মতামত সহ রাজাদের ইতিহাস সম্বলিত প্রাক্তন পণ্ডিতদের এগারোটি কাজ আমি পরিদর্শন করেছি।

(চ) শ্লোক ১৫

প্রাক্তন রাজাদের দ্বারা মন্দিরের পবিত্রকরণ এবং অনুদানের লিপিবদ্ধ শিলালিপিগুলি, প্রশংসনীয় শিলালিপি এবং লিখিত রচনাগুলি দেখে, অনেক ক্রটির কারণে উদ্ভূত সমস্যাটি দূর করা সম্ভব হয়েছে।

এইসব উল্লিখিত নীতিগুলি সত্ত্বেও, কলহনের কাজও কিংবদন্তি এবং অসঙ্গতিতে পূর্ণ।

তরঙ্গ অনুযায়ী কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে রাজাদের তালিকা

কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরের রাজাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কলহনের রচনায় কালী এবং লৌকিকা (বা সপ্তর্ষি) ক্যালেন্ডার যুগ ব্যবহার করা হয়েছে: সিহিতে স্বর্গারোহণের বছর, নীচে দেওয়া হয়েছে, কলহনের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে যোগেশ চন্দ্র দত্ত দ্বারা গণনা করা হয়েছে।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গ

রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে কলহন উল্লেখ করেছেন যে প্রথম গোনন্দ ৬৫৩ কালী ক্যালেন্ডার যুগে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যোগেশ চন্দ্র দত্তের গণনা অনুসারে, এই বছরটি ২৪৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সাথে মিলে যায়। নিম্নলিখিত রাজাদের মোট শাসনকাল ১২৬৬ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।



কৃষ্ণের বন্ধুদের সাথে এক যুদ্ধে নিহত হন।

যশোবতী (Yashovati)

প্রথম দামোদরের স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং কৃষ্ণ তাকে সিংহাসনে আরোহণ করতে সাহায্য করেছিলেন।

দ্বিতীয় গোনন্দ (Gonanda II)

যশোবতী ও দামোদরের পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় গোনন্দ।

৩৫ জন রাজা (নাম হারিয়ে গেছে)

রত্নাকর পুরাণ শিরোনামের একটি পাণ্ডুলিপিতে অনুমিতভাবে এই নামগুলি রয়েছে এবং পরবর্তী মুসলিম শাসক জয়নাল আবেদিনের নির্দেশে এটি ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। কথিত মূল পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি এর অনুবাদও এখন হারিয়ে গেছে। হাসান নামে একজন মুসলিম ঐতিহাসিক অনুবাদের একটি অনুলিপি পেয়েছেন বলে জানা যায় এবং পরবর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকরা ৩৫টি নামের একটি কাল্পনিক তালিকা প্রদান করেন, যা শেষ হয় খান নামে।

লাভা (Lava)

রাজা লাভা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

কুশেশয় (Kusheshaya)

মনে করা হয় যে রাজা লাভার পুত্র ছিলেন কুশেশয়।

খগেন্দ্র (Khagendra)

রাজা কুশেশয়ের পুত্র হলেন খগেন্দ্র।

সুরেন্দ্র (Surendra)

রাজা খগেন্দ্রের পুত্র হলেন সুরেন্দ্র।

গোধরা (Godhara)

লাভার রাজবংশ থেকে একটি ভিন্ন পরিবারের অন্তর্গত ছিলেন রাজা গোধরা।

সুবর্ণা (Suvarna)

সুবর্ণমণি নামে একটি খাল নির্মাণের জন্য তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত।

জনক (Janaka)

পারস্য আক্রমণ রোধে ব্যর্থ হন।

শচীনারা (Shachinara)

নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন।

অশোক (Ashoka)

কলহনের রাজত্বরঞ্জিনী গ্রন্থে শকুনির প্রপৌত্র এবং শচীনারার প্রথম খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে। শ্রীনগর (আধুনিক দিনের শ্রীনগরের কাছাকাছি কিন্তু একই নয়) নামক একটি মহান শহর গড়ে তোলেন তিনি। তার সময়ে, গ্লেচ্ছ (বিদেশীরা) দেশ দখল করলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কলহনের বিবরণ অনুসারে, এই অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে রাজত্ব করতেন এবং গোধরা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সদস্য ছিলেন। কলহন আরও বলেছেন যে এই রাজা জিনার মতবাদ গ্রহণ করে স্তূপ ও শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং ভূতেশকে (শিব) সন্তুষ্ট করে তাঁর পুত্র জলৌকাকে লাভ করেছিলেন। অমিল থাকা সত্ত্বেও, একাধিক পণ্ডিত কলহনের অশোককে **মৌর্য সম্রাট অশোক** -এর সাথে চিহ্নিত করেছেন, যিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যদিও "জিনা" একটি শব্দ যা সাধারণত **মহাবীর** প্রচারিত জৈন ধর্মের সাথে যুক্ত। আবার কিছু প্রাচীন সূত্র এটি **গৌতমবুদ্ধ**কে বোঝাতে ব্যবহার করে।

জলৌকা (Jalauka (Jaloka))

✓ একজন কবি তাঁর 'মিনি বেস' কবিতাটি শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তেঁরকে **জলৌকান** (সিহন) মন্তব্য করেছেন (যেহেতু 'জলৌকা' বা 'জলৌকান') থেকে দখল করেছিলেন।



কলহনের মতে তুরাশকা বংশোদ্ভূত বৌদ্ধ রাজা। কুষাণ সাম্রাজ্যের **কনিষ্ক** -এর সাথে তৃতীয় রাজাকে চিহ্নিত করা হয়।

প্রথম অভিমন্যু (Abhimanyu I)

একজন শৈব রাজা। তার রাজত্বকালে বৌদ্ধরাও উন্নতি লাভ করেছিল। ক্রমবর্ধমান বৌদ্ধ প্রভাবের কারণে, লোকেরা পবিত্র গ্রন্থ নীল পুরাণে বর্ণিত শৈব নাগ আচারগুলি অনুসরণ করা বন্ধ করে দেয়। এটি নাগাদের ক্ষুব্ধ করেছিল। এর ফলে তারা বৌদ্ধদের প্রচণ্ডভাবে অত্যাচার করেছিল। এই বিশৃঙ্খলা এড়াতে রাজা অবসর নেন। চন্দ্রদেব নামে এক ব্রাহ্মণ শিবের উপাসনা করে শৈব আচার পুনরুদ্ধার করেন।

গোনন্দ রাজবংশ

গোনন্দ রাজবংশ ১০০২ বছর ধরে কাশ্মীরে রাজত্ব করে।

তৃতীয় গোনন্দ (Gonanda III)

১১৮২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। তৃতীয় গোনন্দ একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রামের বংশের অন্তর্গত ছিলেন এবং নাগা আচারগুলি পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

প্রথম বিভীষণ (Vibhishana I)

১১৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫৩ বছর ৬ মাস রাজত্ব করেন।

ইন্দ্রজিৎ (Indrajit)

১০৯৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৫ বছর রাজত্ব করেন।

রাবণ (Ravana)

তঁার সিংহাসনে আরোহণ কাল জানা না গেলেও মনে করা হয় যে তিনি ৩০ বছর ৬ মাস রাজত্ব করেন। রাজা রাবণের নামে একটি শিবলিঙ্গ কলহনের সময় বর্তমান ছিল।

দ্বিতীয় বিভীষণ (Vibhishana II)

১০৫৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৫ বছর ৬ মাস রাজত্ব করেন।

প্রথম নর (কিন্নর) (Nara I (Kinnara)

১০২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪০ বছর ৯ মাস রাজত্ব করেন। তার রানী একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সাথে পালিয়ে যান। তাই তিনি বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংস করে তাদের জমি ব্রাহ্মণদের দিয়ে দেন। তিনি একজন নাগা মহিলাকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, যিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণের স্ত্রী। এই কারণে, নাগা প্রধান রাজা প্রথম নর-এর শহর পুড়িয়ে দেয়। এই আগুনে রাজাও মারা যায়।

সিদ্ধা (Siddha)

৯৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬০ বছর রাজত্ব করেন। প্রথম নর -এর পুত্র সিদ্ধা রাজধানী থেকে দূরে ছিলেন বলে নাগের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক রাজা ছিলেন এবং প্রায় তপস্বীর মতো জীবনধারা অনুসরণ করতেন।

উৎপলক্ষ (Utpalaksha)

সিদ্ধার পুত্র উৎপলক্ষ ৯২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩০ বছর ৬ মাস রাজত্ব করেন।

হিরণ্যক্ষ (Hiranyaksha)

উৎপলক্ষের পুত্র হিরণ্যক্ষ ৮৯৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৭ বছর ৭ মাস রাজত্ব করেন।

হিরণ্যকুল (Hiranyakula)

হিরণ্যক্ষের পুত্র হিরণ্যকুল ৮৫৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬০ বছর রাজত্ব করেন।

বসুকুল (মুকুল) (Vasukula (Mukula)



৭৩৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭০ বছর রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ অনুসারে মিহিরকুলের পূর্বসূরি ছিলেন তোরমান। কলহন তোরম রাজার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাকে অনেক পরে আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় তরঙ্গে স্থান দিয়েছেন।

রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে কলহনের মতে, মিহিরকুল একজন নির্ভুর শাসক ছিলেন যিনি শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধ সহ বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সিংহল রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তাদের রাজা হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করেন একজন নির্ভুর ব্যক্তিকে। তিনি কাশ্মীরে ফেরার পথে চাল, কর্ণটি এবং অন্যান্য রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, এই রাজ্যের শাসকরা তাদের রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। তিনি চলে যাওয়ার পরেই তারা আবার ফিরে আসেন। কাশ্মীরে ফিরে আসার পর, তিনি ১০০ টি হাতি হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

একবার, মিহিরকুল স্বপ্নে দেখেছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট পাথর শুধুমাত্র একজন সতী মহিলা দ্বারা সরানো যেতে পারে। তিনি এর পরীক্ষা করতে গিয়ে যে মহিলারা পাথরটি সরাতে অক্ষম হয় তাদের স্বামী, পুত্র এবং ভাইদের সাথে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাকে কিছু অনৈতিক ব্রাহ্মণ সমর্থন করেছিল। বৃদ্ধ বয়সে রাজা আত্মহনন করেন।

ভাকা (বাকা) (Vaka) (Baka)

৬৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬৩ বছর ১৮ দিন রাজত্ব করেন। তিনি গুণী রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বেশ কয়েকটি পুত্র ও নাতিসহ ভাট্ট নামক এক মহিলার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন।

ক্ষিতিনন্দ (Kshitinanda)

ভাকার একমাত্র জীবিত সন্তান ক্ষিতিনন্দ ৬০২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩০ বছর রাজত্ব করেন।

বাসুনন্দ (Vasunanda)

৫৭২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫২ বছর ২ মাস রাজত্ব করেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলেন।

দ্বিতীয় নর (Nara II)

বাসুনন্দের পুত্র দ্বিতীয় নর ৫২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬০ বছর রাজত্ব করেন।

অক্ষ (Aksha)

দ্বিতীয় নর -এর পুত্র অক্ষ ৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬০ বছর রাজত্ব করেন।

গোপাদিত্য (Gopaditya)

অক্ষের ছেলে গোপাদিত্য ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬০ বছর ৬ দিন রাজত্ব করেন। তিনি ব্রাহ্মণদের জমিদান করেন। রসুন খাওয়া (অ-সাত্বিক খাদ্য) বেশ কিছু অধার্মিক ব্রাহ্মণকে তিনি বহিষ্কার করেন এবং তাদের জায়গায় তিনি বিদেশ থেকে অন্যদের নিয়ে আসেন।

গোকর্ণ (Gokarna)

গোপাদিত্যের পুত্র গোকর্ণ ৩৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫৭ বছর ১১ মাস রাজত্ব করেন।

প্রথম নরেন্দ্রাদিত্য (খিংখিলা) (Narendraditya I (Khingkhila)

গোকর্ণের পুত্র প্রথম নরেন্দ্রাদিত্য ২৮২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৬ বছর ৩ মাস ১০ দিন রাজত্ব করেন।

প্রথম যুধিষ্ঠির (Yudhisthira I)

২৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৪ বছর ৫ মাস ১ দিন রাজত্ব করেন। ছোট চোখের কারণে তাকে “অন্ধ” বলা হয়। তার রাজত্বের পরবর্তী বছরগুলিতে, তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেছিলেন এবং বিজ্ঞ দরবারীরা তাকে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি বিদ্রোহী মন্ত্রীদেব দ্বারা পদচ্যুত হন এবং প্রতিবেশী রাজা তাকে আশ্রয়



প্রথম প্রতাপাদিত্য (Pratapaditya I)

১৬৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩২ বছর রাজত্ব করেন। প্রতাপাদিত্য ছিলেন বিক্রমাদিত্য নামে একজন দূরবর্তী রাজার আত্মীয়। অবশ্য এই বিক্রমাদিত্য **উজ্জয়িনী**র বিক্রমাদিত্য নয়। এই বিক্রমাদিত্যকে পরে মাতৃগুপ্তের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জলৌকা (Jalauka)

প্রথম প্রতাপাদিত্যের পুত্র জলৌকা ১৩৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩২ বছর রাজত্ব করেন।

প্রথম তুংজিনা (Tungjina I)

১০৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৬ বছর রাজত্ব করেন। তিনি তার রানির সাথে মিলিত ভাবে প্রশাসনিক কাজ করতেন। এক সময় ভারী তুষারপাতের ফলে তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এই রাজ দম্পতি রাজপ্রাসাদে তাদের নাগরিকদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তার রাণী সতীদাহ প্রথা অনুসারে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এইভাবে তারা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

বিজয় (Vijaya)

৬৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮ বছর রাজত্ব করেন। তিনি তুংজিনার থেকে ভিন্ন রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

জয়েন্দ্র (Jayendra)

বিজয়ার পুত্র জয়েন্দ্র ৫৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৭ বছর রাজত্ব করেন। তার “দীর্ঘ হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেছে”। তার চাটুকাররা তাকে তার মন্ত্রী সন্ধিমতীর বিরুদ্ধে উসকানি দেয়। মন্ত্রী সন্ধিমতী রাজার স্থলাভিষিক্ত হবেন এই গুজবের কারণে তাকে বন্দী করে নির্যাতন করা হয়। এরপর সন্ধিমতী ১০ বছর কারাগারে ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে নিঃসন্তান রাজা সন্ধিমতীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তার রাজা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। শেষ পর্যন্ত সন্ধিমতীর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ শুনে রাজা মারা যান।

সন্ধিমতী (Sandhimati alias Aryaraja)

সন্ধিমতিকে নাগরিকরা নতুন শাসক হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। ২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪৭ বছর রাজত্ব করেন। তিনি তার গুরু ঈশানার অনুরোধে অনিচ্ছায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ শৈব ছিলেন। তার রাজত্বে শান্তি বজায় ছিল। তিনি তাঁর দরবার ঋষিদের (ঋষিদের) দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন এবং তাঁর বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন বনে। এরফলে তার মন্ত্রীরা মেঘবাহনকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। মেঘবাহন ছিলেন রাজা প্রথম যুধিষ্ঠিরের একজন বংশধর। এরপর রাজা সন্ধিমতী স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দেন।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের তৃতীয় তরঙ্গ:-

পরবর্তীতে গোনন্দীয় (Gonandiya) রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের রাজারা হলেন –

মেঘবাহন (Meghavahana)

২৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৪ বছর রাজত্ব করেন। মেঘবাহন ছিলেন প্রথম যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্রের পুত্র, যাকে **গান্ধার** রাজা গোপাদিত্য আশ্রয় দিয়েছিলেন। মেঘবাহন অন্য রাজ্যের স্বয়ম্বরে একজন বৈষ্ণব রাজকন্যার স্বামী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সন্ধিমতী একজন অনিচ্ছুক রাজা বলে প্রমাণিত হওয়ার পর কাশ্মীরের মন্ত্রীরা তাকে কাশ্মীরে নিয়ে আসেন। মেঘবাহন প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন যারা শিকারের মাধ্যমে তাদের উপার্জন করে জীবনধারণ করে। তিনি ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং একটি মঠ তৈরি করান। তার রানীও বৌদ্ধ বিহার এবং মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি সিংহল রাজ্য পর্যন্ত অঞ্চলে রাজাদের বশ করেছিলেন এবং তাদের পশু জবাই ত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

শ্রেষ্ঠসেনা/প্রথম প্রবরসেন (Shreshtasena (Pravarasena I / Tungjina II)

মেঘবাহনের পুত্র শ্রেষ্ঠসেনা ৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩০ বছর রাজত্ব করেন।

হিরণ্য – তোরমান (Hiranya and co-regent Toramana)

৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩০ বছর ২ মাস রাজত্ব করেন। শ্রেষ্ঠসেনার পুত্র হিরণ্য তার ভাই তোরামানের সহায়তা লাভ করেছিলেন। রাজার নিজের নামে রাজকীয় মুদ্রা আটকে দিলে তোরামানকে বন্দী করা হয়। তোরমানের পুত্র প্রবরসেন তার মা অঞ্জনার দ্বারা গোপনে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। পরে তিনি তার পিতাকে মুক্ত করেন। হিরণ্য নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। কাশ্মীর অঞ্চলে তোরামানের নামে এক রাজার বেশ কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই রাজাকে কেউ কেউ হুন শাসক তোরামানের সাথে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু কলহনের দ্বারা তার উত্তরসূরি মিহিরাকুলকে অনেক আগেই স্থাপন করা হয়েছিল।

মাতৃগুপ্ত (Matrigupta)



দ্বিতীয় প্রবরসেন (Pravarasena II)

১২৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬০ বছর রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে প্রবরসেন নামে একজন রাজা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীর শাসন করেছিলেন। কলহনের মতে, প্রবরসেন সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত আরও অনেক রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপশীলের (ওরফে শিলাদিত্য) শাসন পুনরুদ্ধার করেন, যাকে তার শক্ররা উজ্জয়িনী থেকে বিতাড়িত করেছিল। প্রাথমিক প্রতিরোধের পর প্রতাপশীল প্রবরসেনের অনুগত দাস হতে রাজি হন। তিনি প্রভারপুরা নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভৌগোলিক দিক থেকে এই শহরটিকে ইতিহাসবিদরা আধুনিক শ্রীনগর শহর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির (Yudhishtira II)

দ্বিতীয় প্রবরসেনের পুত্র দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৯ বছর ৮ মাস রাজত্ব করেন।

প্রথম নরেন্দ্রাদিত্য (Narendraditya I (Lakshmana)

দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ও পদ্মাবতীর পুত্র প্রথম নরেন্দ্রাদিত্য ২০৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩ বছর রাজত্ব করেন।

প্রথম রাণাদিত্য (Ranaditya I (Tungjina III)

এরপর রাজা নরেন্দ্রাদিত্যের ছোট ভাই প্রথম রাণাদিত্য ২১৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩০০ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাণী রণরম্ভা ছিলেন ভ্রমরবাসিনীর অবতার। চাল রাজা রতিসেন তাকে সমুদ্র উপাসনার সময় ঢেউয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন।

বিক্রমাদিত্য (Vikramaditya)

প্রথম রাণাদিত্যের পুত্র বিক্রমাদিত্য ৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪২ বছর রাজত্ব করেন।

বালাদিত্য (Baladitya)

বিক্রমাদিত্যের ছোট ভাই বালাদিত্য ৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৬ বছর ৮ মাস রাজত্ব করেন। তিনি বেশ কিছু শত্রুকে পরাস্ত করেন। একজন জ্যোতিষী ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে তার জামাই রাজা হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এই পরিণতি এড়াতে রাজা তার কন্যা অনঙ্গলেখার সাথে অশ্বঘাম কায়স্থ বর্ণের একজন সুদর্শন কিন্তু অরাজক পুরুষ দুর্লভবর্ধনের বিয়ে দেন।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গ

এই অধ্যায়ে কর্কট রাজবংশের রাজাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

দুর্লভবর্ধন (Durlabhavardhana (Prajnaditya)

৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮ বছর রাজত্ব করেন। নাগা কর্কট (একজন দেবতা) বংশজাত দুর্লভবর্ধন বালাদিত্যের পশুখাদ্যের দায়িত্বে ছিলেন। বালাদিত্য তার কন্যা অনঙ্গলেখাকে তার সাথে বিয়ে দেন। রাজকীয় জামাতা হিসাবে, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হন। তাই রাজা তাকে “প্রজ্ঞাদিত্য” উপাধি দিয়েছিলেন। মন্ত্রী খড়্গের সঙ্গে তার স্ত্রী অনঙ্গলেখা অতিরিক্ত বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাদের একসাথে ধরা সত্ত্বেও দুর্লভবর্ধন অনঙ্গলেখাকে ক্ষমা করেছিলেন, এবং তাঁর আনুগত্য লাভ করেছিলেন। বালাদিত্যের মৃত্যুর পর খানখা তাকে নতুন রাজার মুকুট পরিয়ে দেন।

দুর্লভক (Durlabhaka (Pratapaditya II)

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬০ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন দুর্লভবর্ধন ও অনঙ্গলেখার পুত্র। তিনি তার মাতামহ কর্তৃক দত্ত পুত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন এবং পিতামহের রাজবংশের উপাধি অনুসারে প্রতাপাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

চন্দ্রাপীড় (Chandrapida (Vajraditya I)

৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮ বছর ৮ মাস রাজত্ব করেন। তিনি দুর্লভক ও শ্রীনরেন্দ্রপ্রভার পুত্র ছিলেন।

তারাপীড় (Tarapida (Udayaditya)

চন্দ্রাপীড়ের ছোটো ভাই তারাপীড় ৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪ বছর ২৪ দিন রাজত্ব করেন।

মুক্তাপীড় (Muktapida (Lalitaditya I)

চন্দ্রাপীড় ও তারাপীড়ের ছোটো ভাই মুক্তাপীড় ৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৬ বছর ৭ মাস ১১ দিন রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুসারে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। কলহন বলেছেন যে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় উত্তরের উপজাতিদের জয় করেছিলেন এবং **কম্বোজ** রাজ্যকে পরাজিত করার পর, তিনি **জবিলান্দ** তসারাদের মাখামাখি হন। তসারাবা যুদ্ধ না করে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ঘোড়া রেখে পর্বতমালায় পালিয়ে যায়। এরপর কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম তীরতের বালিক্সানে ললিতাদিত্য



ললিতাদিত্য ও কমলাদেবীর পুত্র কুবলয়পীড় ৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১ বছর ১৫ দিন রাজত্ব করেন। তার সৎ ভাই দ্বিতীয় বজ্রাদিত্যের সাথে রাজত্ব উত্তরাধিকারী সংগ্রাম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। পরে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে শান্তি খোঁজার জন্য একজন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বজ্রাদিত্য (Vajraditya II (Bappiyaka / Vappiyaka / Lalitaditya II))

ললিতাদিত্য ও চক্রমাদিকার পুত্র দ্বিতীয় বজ্রাদিত্য ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন নিষ্ঠুর এবং অনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাশ্মীরে স্লেচ্ছদের মধ্যে মন্দ অভ্যাসের প্রবর্তন করেছিলেন।

প্রথম পৃথিব্যপীড় (Prithivyapida I)

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪ বছর ১০ মাস রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বজ্রাদিত্য এবং মঙ্গরিকার পুত্র। তিনি তার সৎ ভাই সংগ্রামপীড়ের দ্বারা পদচ্যুত হন।

প্রথম সংগ্রামপীড় (Sangramapida I)

দ্বিতীয় বজ্রাদিত্য ও মাসার পুত্র হলেন দ্বিতীয় সংগ্রামপীড়। রাজা হওয়ার জন্য তিনি তার সৎ ভাইকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তিনি মারা যান।

জয়পীড় (Jayapida (Vinayaditya); Jajja)

দ্বিতীয় বজ্রাদিত্যের কনিষ্ঠ পুত্র জয়পীড় ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রয়াগে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন, যা কলহনের সময়ে বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্ত্রী কলাপদেবী ছিলেন গৌড় অঞ্চলের পুন্ড্রবর্ধনের রাজা জয়ন্তের কন্যা। জয়পীড় গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে বশীভূত করেন। কাশ্মীরে ফেরার পথে তিনি কান্যকুব্জ রাজাকেও পরাজিত করেন। জয়পীড় যখন গৌড়ে ছিলেন, তখন তাঁর শ্যালক কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন। তিন বছর কাশ্মীর শাসন করার পর, জাজা জয়পীড়ের সমর্থক শ্রীদেবের হাতে নিহত হন। জয়পীড় আবার রাজা হন এবং পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি পূর্বের ভীমসেন এবং নেপালের আরমুরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। উভয় ক্ষেত্রেই, তিনি প্রথমে শত্রু রাজার দ্বারা বন্দী হলেও পালাতে সক্ষম হন এবং শত্রুকে পরাজিত করেন। তাঁর রাজত্বের শেষ বছরগুলিতে, তিনি কায়স্থদের পরামর্শে অতিরিক্ত কর আরোপ করেছিলেন এবং প্রজাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন। বলা হয় যে ব্রাহ্মণের অভিযোগের কারণে তিনি মারা যান।

ললিতাপীড় (Lalitapida)

জয়পীড় ও দুর্গীর পুত্র ললিতাপীড় ৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১২ বছর রাজত্ব করেন। তিনি বিলাসিতা ও আনন্দে সময় অতিবাহিত করে রাজকীয় দায়িত্বগুলিকে অবহেলা করেছিলেন।

দ্বিতীয় সংগ্রামপীড় (Sangramapida II (Prithivyapida II))

৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন জয়পীড় ও কল্যাণের পুত্র।

চিপ্পটজয়পীড় (Chippatajayapida (Brhspati / Vrihaspati))

৮১২ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ললিতাপীড় ও তার উপপত্নী জয়াদেবীর পুত্র। তার সময়ে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল জয়াদেবীর ভাই পদ্মা, উৎপলকা, কল্যাণ, মামা এবং ধর্মার হাতে।

অজিতপীড় (Ajitapida)

ললিতাপীড় ও জয়দেবীর পুত্র অজিতপীড় ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৭ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মামা উৎপলকা তাকে রাজা করেছিলেন। উৎপলকার প্রতিদ্বন্দ্বী মামা ও তার ছেলের দ্বারা তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন।

অনঙ্গপীড় (Anangapida)

দ্বিতীয় সংগ্রামপীড়ের পুত্র অনঙ্গপীড় ৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩ বছর রাজত্ব করেন। মামা ও যশোবর্মণের সাহায্যে তিনি রাজা হয়েছিলেন।

উৎপলপীড় (Utpalapida)

অজিতপীড় পুত্র উৎপলপীড় ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩ বছর রাজত্ব করেন। তিনি তার পুত্র সুখবর্মণের সহায়তায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি তার মন্ত্রী শূরা কর্তৃক পদচ্যুত হন।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গ

অবন্তীবর্মণ (Avantivarman)

সুখবর্মণের পুত্র অবন্তীবর্মণ মন্ত্রী শূরা কর্তৃক রাজত্ব লাভ করেন। তিনি অবন্তীপরা নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সিংহাসন কাল ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ বলে জানমান করা হয়।



৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলহনের মতে, এই রাজা “দেবতাদের ভাষায় কথা বলতেন না, কিন্তু মাতালদের জন্য উপযুক্ত অশ্লীল বক্তৃতা ব্যবহার :
দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি আত্মা-পানকারীদের একটি পরিবার থেকে এসেছেন” (স্টেইনের অনুবাদ)। এই বর্ণনা এই বিষয়টিকে নির্দেশ করে যে ক্ষমতাটি রাণীর ভাহদের কাছে চলে
গিয়েছিল, যারা আত্মা পাণকারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

গোপালবর্মন (Gopalavarman)

শঙ্করবর্মনের পুত্র গোপালবর্মন ৯০২ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২ বছর রাজত্ব করেন। তিনি তার মাতা সুগন্ধাদেবীর সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।
পরবর্তীতে এই রাজাকে হত্যা করা হয়।

সাঁকেত (Sankata)

গোপালবর্মনের ভাই সাঁকেত ৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করার ১০ দিনের মধ্যেই তিনি মারা যান।

সুগন্ধা (Sugandha)

৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২ বছর রাজত্ব করেন। পুরুষ উত্তরাধিকারীদের মৃত্যুর পর সুগন্ধা রানী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্বে রাজকীয় দেহরক্ষী
হিসাবে কর্মরত তান্ত্রিক সৈন্যদের দ্বারা তিনি পদচ্যুত হন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের (একান্স নামে পরিচিত) সাহায্যে তান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রানী সুগন্ধা পরাজিত ও নিহত হন।

পার্থ (Partha)

এরপর ৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তান্ত্রিকদের দ্বারা নির্জিতবর্মনের ১০ বছরের শিশু পার্থকে সিংহাসনে বসানো হয়।

নির্জিতবর্মন (Nirjitavarman)

এরপর অবন্তীবর্মনের সৎভাই নির্জিতবর্মন ৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

চক্রবর্মন (Chakravarman)

চক্রবর্মন ৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তান্ত্রিকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে রাজত্ব লাভ করেন।

প্রথম শূরবর্মন (Shuravarman I)

৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তান্ত্রিকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে রাজত্ব লাভ করেন এবং ১ বছর রাজত্ব করেন।

পার্থ (দ্বিতীয় বার) (Partha (2nd reign))

৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তান্ত্রিকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে রাজত্ব লাভ করেন এবং ১ বছর রাজত্ব করেন।

চক্রবর্মন (দ্বিতীয় বার) (Chakravarman (2nd reign))

৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তান্ত্রিকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে রাজত্ব লাভ করেন।

শঙ্করবর্মন (Shankaravardhana/Shambhuvardhana)

৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তান্ত্রিকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে রাজত্ব লাভ করেন।

চক্রবর্মন (তৃতীয় বার)(Chakravarman (3rd reign))

চক্রবর্মন ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় বারের জন্য রাজত্ব লাভ করেন। তিনি দামরা(Damara) সামন্ত প্রভুদের সাহায্যে তান্ত্রিকদের পরাজিত করেন। একজন অজনপ্রিয় রাজা ছিলেন বলে
তাকে হত্যা করা হয়।

উন্মত্তবন্তী (Unmattavanti ("Mad Avanti"))

পার্থর ছেলে উন্মত্তবন্তী ৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার পিতাকে হত্যা করেন এবং তার সৎ ভাইদেরও অনাহারে রেখে হত্যা করেন।

দ্বিতীয় শূরবর্মন (Shuravarman II)

এরপর ৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে উন্মত্তবন্তীর পুত্র দ্বিতীয় শূরবর্মন সিংহাসনে আরোহণ করেন।



বরন্ত (Varnata)

রাজা বরন্ত ৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে তার সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংগ্রামদেব (Sangramadeva (Sanggrama I))

সংগ্রামদেব ৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ডিভিরা(divira)(কেরানি বা লেখক) পর্বশস্ত কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

পর্বশস্ত (Parvagupta)

৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্বশস্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। শক্তিশালী হলেও তিনি জনপ্রিয় শাসক হতে পারেন নি।

ক্ষমাগুপ্ত (Kshemagupta)

ক্ষমাগুপ্ত ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন পর্বশস্তের ছেলে এবং দিদ্দার স্বামী (লোহার রাজবংশের একজন সদস্য)। এই সময় দিদ্দা এবং তার আত্মীয়রা প্রশাসন চালাত।

দ্বিতীয় অভিমন্যু (Abhimanyu II)

দ্বিতীয় অভিমন্যু ৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। মন্ত্রী নরবাহনের সাহায্যে তার মা দিদ্দার সাথে তিনি রাজকীয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তিনি যুবক অবস্থাতেই মারা যান।

নন্দীগুপ্ত (Nandigupta)

দিদ্দার নাতি নন্দীগুপ্ত ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। পরে তিনি দিদ্দা কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

ত্রিভুবনগুপ্ত (Tribhuvanagupta)

দিদ্দার নাতি ত্রিভুবনগুপ্ত ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। পরে তিনি দিদ্দা কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

ভীমগুপ্ত (Bhimagupta)

দিদ্দার নাতি ভীমগুপ্ত ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। পরে তিনি দিদ্দা কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

দিদ্দার (Didda)

ক্ষমাগুপ্তের স্ত্রী দিদ্দা ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। যশস্করের যুবক ছেলে প্রভারগুপ্ত, যিনি একজন দিভিরা (কেরানি)ছিলেন, তিনি পরবর্তীতে রাজা হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ক্ষমাগুপ্ত লোহার বংশের সিংহরাজের কন্যা দিদ্দাকে বিয়ে করেন। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করার পর দিদ্দা তার ভাইয়ের পুত্র সংগ্রামরাজকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। এইভাবে লোহার রাজবংশের শুরু হয়।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের সপ্তম তরঙ্গ

এই তরঙ্গে প্রথম লোহার বংশের রাজাদের উল্লেখ আছে।

সংগ্রামরাজ (Samgramaraja / Kshamapati)

দিদ্দার মৃত্যুর পর ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দে তার ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রামরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর ফলে প্রথম লোহার বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

হরিরাজ (Hariraja)

১০২৮ খ্রিষ্টাব্দে হরিরাজ সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র ২২ দিন রাজত্ব করেন।

অনন্ত-দেব (Ananta-deva)

এরপর ১০২৮ খ্রিষ্টাব্দে অনন্ত-দেব রাজা হন। তিনি পুত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করলেও মন্ত্রী হলধরের মাধ্যমে নিজের হাতে ক্ষমতা ধরে রাখেন।

কলশ (Kalasha (Ranaditya II))



কলহের দ্বিতীয় পুত্র উৎকর্ষ ১০৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং ২২ দিন রাজত্ব করেন। তার সৎ ভাই বিজয়মল্ল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হর্ষকে কারাগার থেকে এরপর রাজা উৎকর্ষকে বন্দী করা হলে তিনি আত্মহত্যা করেন।

হর্ষ (Harsha)

১০৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন কাশ্মীরের বিখ্যাত রাজা **শ্রীহর্ষ**। রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজা এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। এবং বাজারকরা তার রাজত্বের শেষের দিকে সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে অত্যধিক কর আরোপ এবং মন্দির গুলিতে লুণ্ঠন শুরু হয়। তার সামরিক কর্মকর্তা উচ্ছল ও সুসাল (লোহার বংশ) তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এর ফলে তার রাজত্বের অবসান ঘটে। তার পুত্র ভোজাকে হত্যা করা হয়। এবং হর্ষ নিজে একটি গ্রামে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় উচ্ছলের লোকদের দ্বারা নিহত হয়।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের অষ্টম তরঙ্গ

এই তরঙ্গে দ্বিতীয় লোহার রাজবংশের রাজাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

উচ্ছল (Uchchala)

উচ্ছল তার ভাই সুসালকে লোহার বংশের শাসক বানিয়েছিলেন। পরে তিনি রাদ্দার হাতে খুন হন।

রাদ্দা (Radda (Shankharaja)

নিজেকে যশস্করের বংশধর দাবি রাদ্দা করে সিংহাসন দখল করেন।

শলহন (Salhana)

রাদ্দার মৃত্যুর পর উচ্ছলার সৎ-ভাই রাজা হন। তবে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল গর্গচন্দ্র নামে এক সম্ভ্রান্তের হাতে। পরবর্তীতে শলহনকে পদচ্যুত ও বন্দী করা হয়।

সুসাল (Sussala)

এরপর গর্গচন্দ্রের সাহায্যে উচ্ছলা ভাই সুসাল সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ভীক্ষচর (Bhikshachara)

রাজা হর্ষের নাতি ছিলেন ভীক্ষচর। তিনি উচ্ছলার বিদ্রোহের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন এবং মালবের রাজা নরবর্মণ দ্বারা প্রতিপালিত হন। পরে তিনি সুসাল কে পদচ্যুত করেন।

সুসাল (দ্বিতীয় বার) (Sussala (2nd reign)

ভীক্ষচরের সিংহাসনে আরোহণের ৬ মাসের মধ্যে সুসাল একটি গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে তার রাজধানী পুনরুদ্ধার করে।

জয়সিংহ (Jayasimha (Sinha-deva)

এরপর সুসাল-এর পুত্র জয়সিংহ সিংহাসনে বসেন। তার রাজত্বের প্রথমদিকে সুসাল প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করতেন। তার রাজত্বের ২২ তম বছরে কলহনের লেখা রাজতরঙ্গিনীর কাহিনী শেষ হয়।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন

কলহন ছিলেন একজন শিক্ষিত এবং পরিশীলিত সংস্কৃত পণ্ডিত। উচ্চ রাজনৈতিক জ্ঞানের সাথে তিনি ভালোভাবে যুক্ত ছিলেন। তার লেখা সাহিত্যিক কলা-কৌশল এবং ইঙ্গিতে পূর্ণ। তার লেখা ছিল অনন্য এবং মার্জিত শৈলী দ্বারা নিগূঢ়।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা

ইতিহাসবিদরা কলহনের রচনাকে যে মূল্য দিয়েছেন তা সত্ত্বেও, কলহনের রাজতরঙ্গিনীর পূর্ববর্তী বইগুলিতে সত্যতার খুব কম প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, রণাদিত্যকে ৩০০ বছরের রাজত্ব দেওয়া হয়েছে। তোরমান স্পষ্টতই সেই নামের ছনা রাজা, কিন্তু তার পিতা মিহিরকুলকে ৭০০ বছর আগের একটি তারিখ দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনটি তরঙ্গে উল্লেখিত রাজাদের ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণ করার ক্ষেত্রেও কলহনের বিবরণ কালানুক্রমিক ত্রুটির শিকার।

কলহনের বিবরণ অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণের সাথে সারিবদ্ধ হতে শুরু করে শুধুমাত্র চতুর্থ তরঙ্গে, যা কার্কট বা কর্কট রাজবংশের বিবরণ দেয়। কিন্তু এই বিবরণটিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় কলহন ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সামরিক বিজয়কে অতিরঞ্জিত করেছেন।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর পরবর্তী সংকলন



জয়নাল আবেদিনের শাসনকালে জোনারাজা একই নামে একটি সিক্যুয়াল রচনা করেন। এই গ্রন্থটি দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিনী ("দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিনী") নামেও পরিচিত। খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

(২) শ্রীবরের জৈন-রাজতরঙ্গিনী

১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে জোনারাজার মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য শ্রীবর পণ্ডিত তাঁর কাজ চালিয়ে যান। তিনি তার রচনার নাম দেন জৈন-রাজতরঙ্গিনী। এটি তৃতীয় রাজতরঙ্গিনী ("তৃতীয় রাজতরঙ্গিনী") নামেও পরিচিত। এটি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

(৩) প্রজ্যাভট্টের রাজবলীপটক

প্রজ্যাভট্টের রাজবলীপটকে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের বিবরণ পাওয়া যায়।

(৪) সুকার দ্বারা চতুর্থ রাজতরঙ্গিনী

সুকা প্রজ্যাভট্টের কাজকে প্রসারিত করেন। ফলে চতুর্থ রাজতরঙ্গিনী ("চতুর্থ রাজতরঙ্গিনী") রচিত হয়। আসফ খানের কাশ্মীরে আগমনের মাধ্যমে সুকার এই গ্রন্থ শেষ হয়। পরবর্তীতে এই গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত অংশে মুঘল সম্রাট **আকবর** -এর আগমন এবং পরবর্তী ঘটনাগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর ফার্সি অনুবাদ

খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে কাশ্মীরের রাজা জয়নাল আবেদিনের শাসনকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজতরঙ্গিনীর একটি ফার্সি অনুবাদ করা হয়েছিল।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর ইংরেজি অনুবাদ

- (১) Horace Hayman Wilson রাজতরঙ্গিনীর উপর ভিত্তি করে গ্রন্থের কিছু অংশের অনুবাদ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'The Hindu History of Kashmir'।
- (২) রঞ্জিত সীতারাম পন্ডিত রচিত 'Rajatarangini: The Saga of the Kings of Kashmir'।
- (৩) যোগেশ চন্দ্র দত্তের 'কিং অফ কাশ্মীর' (1879)
- (৪) মার্ক অরেল স্টেইন রচিত 'Kalhana's Rajatarangini: a chronicle of the kings of Kaśmir'।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর হিন্দি অনুবাদ

- (১) রামতেজ শাস্ত্রী পান্ডের হিন্দি ভাষ্য সহ রাজতরঙ্গিনী।
- (২) বিশ্ববকু সম্পাদিত কলহনের রাজতরঙ্গিনী। এর পরবর্তী সংযোজনে জোনারাজা, শ্রীবর এবং সুকা -এর পাঠ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- (৩) পন্ডিত গোপী কৃষ্ণ শাস্ত্রী দ্বিবেদীর হিন্দি অনুবাদ রাজতরঙ্গিনি।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর ফরাসি অনুবাদ

এম. অ্যান্থনি ট্রিয়েরের ফরাসি অনুবাদ 'Histoire Des Rois Du Kachmir: Rajatarangini'।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর উর্দু অনুবাদ

পণ্ডিত ঠাকুর আচারাঁদ শাহপুরিয়াহ কর্তৃক উর্দু অনুবাদ রাজতরঙ্গিনী।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর তেলুগু অনুবাদ

রেন্দুচিন্তলা লক্ষ্মী নরসিংহ শাস্ত্রীর তেলুগু অনুবাদ রাজতরঙ্গিনী।

কলহনের রাজতরঙ্গিনীর কাহিনী থেকে রচিত গ্রন্থ

রাজতরঙ্গিনী উপাদান গ্রহণ করে পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত বেশ কয়েকটি বই বিভিন্ন লেখকের দ্বারা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল –

- (১) S.L. Sadhu রচিত 'Tales from the Rajatarangini' (1967)
- (২) দেবিকা রঙ্গাচারীর গল্প 'Rajatarangini: Tales of Kashmir'। (2001)
- (৩) অনন্ত পাইয়ের (Anant Pai's) অমর চিত্র কথা সিরিজ –
 - (ক) চন্দ্রপীড় এবং কাশ্মীরের অন্যান্য গল্প (1984)
 - (খ) দ্য লিজেন্ড অফ ললিতাদিত্য: কলহনের রাজতরঙ্গিনী থেকে পুনরায় বলা (1999)।

দূরদর্শন সিরিজে কলহনের রাজতরঙ্গিনী



উপসংহার :- কলহনের রাজতরঙ্গিনী তদানীন্তন কাশ্মীরের সমাজ-ইতিহাসের দলিল। আগামী দিনের গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তুও বটে। কাশ্মীর সম্বন্ধে যা কিছু তা যথাসাধ্য পরিবেশন করেছেন। শান্তরস প্রধান এই রচনা ইতিহাস ও মহাকাব্যের দ্বৈতমর্যাদায় ভূষিত।

Translate »

(FAQ) রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য ?

১. রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের রচয়িতা কে?

কলহন।

২. কলহন কে ছিলেন?

কলহন ছিলেন একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ যিনি ‘রাজতরঙ্গিনী’ গ্রন্থের রচয়িতা।

৩. কলহন রচিত গ্রন্থের নাম কি

রাজতরঙ্গিনী।

৪. রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী?

কাশ্মীরের ইতিহাস।

৫. রাজতরঙ্গিনী কি?

কলহন রচিত ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

📁 ঐতিহাসিক গ্রন্থ

- ◀ [আর্যভট্ট -প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত গণিতবিদ](#)
- ▶ [গৌতম বুদ্ধের জীবনী – Gautam Buddha Biography in Bengali](#)

[Leave a Reply](#)

ভাষা বেছে নিন

Search Here

Search

Select Category



**BOUNDLE
IS IN YOU**
AKI BOARD OF
COLLEGE



বলকান যুদ্ধ

by আধুনিক ইতিহাস

21/10/2022



ইতালির ঐক্য আন্দোলনে বিদেশি শক্তির ভূমিকা

by আধুনিক ইতিহাস

21/10/2022



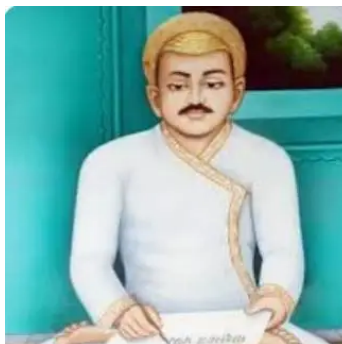
**BOUNDLE!
CREATIVITY
YOUR HAND**

AKIJ BOARD OFFERS THE WIDEST
COLORS AND TEXTURES



**BOUNDLE!
CREATIVITY
YOUR HAND**

AKIJ BOARD OFFERS THE WIDEST
COLORS AND TEXTURES



**BOUNDLE!
IS IN YOUR**

AKIJ BOARD OF
COLORS



**BOUNDLE
CREATIVITY
YOUR HAND**

AKI BOARD OFFERS THE WIDEST
COLORS AND TEXTURES



**BOUNDLE
CREATIVITY
YOUR HAND**

AKI BOARD OFFERS THE WIDEST
COLORS AND TEXTURES



মেবার

by আধুনিক ইতিহাস
20/10/2022



আবুল ফজল

by আধুনিক ইতিহাস
20/10/2022



**BOUNDLE
IS IN YOUR**

AKI BOARD OF
COLORS

নেপোলিয়ন বিপ্লবের সন্তান না বিনাশক

by আধুনিক ইতিহাস
20/10/2022

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

by আধুনিক ইতিহাস
19/10/2022

আগস্ট প্রস্তাব

by আধুনিক ইতিহাস
19/10/2022

রামায়ণের রচনাকাল

by আধুনিক ইতিহাস
19/10/2022



Modern sanskrit on কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

09/04/2022



ঐতিহাসিক বিষয়

👉 ঐতিহাসিক গ্রন্থ

👉 ঐতিহাসিক ঘটনা বা গল্প

👉 ঐতিহাসিক চরিত্র

✓👉 ঐতিহাসিক চিন্তাবিদ



👉 ঐতিহাসিক শিক্ষাক্ষেত্র

👉 ঐতিহাসিক স্থান

👉 পত্রিকা

👉 পর্যটক

👉 ভারতের সংবিধান

👉 মনীষীদের বাণী

👉 লিপি

[HOME](#) [Privacy Policy](#) [About Us](#) [Contact Us](#) [Disclaimer](#)

© 2022 আধুনিক ইতিহাস

